রুবাইয়াৎ-ই-মঈন মুনতাসীর

ঐতিহ্য

রুবাই—১

আমার একনজরে কবুল হজ, আরেক নজর ব্যভিচার,
কোন কাজি হায় করবে আজ, দুই নজরের এ-বিচার!
কাজি হয়তো আপন গুণে— মুখ লুকোবে পেয়ে লাজ!
দুই নজর তো সমান তালে— পাপপুণ্যের ভাগীদার!

রুবাই—২

স্বৈরাচারের খেলনা হলাম, দোষী হলাম বৃথা সাঁই,
পরজন্মে আমি যেন কুকুর-জনম ফিরে পাই,
আমার দাঁতের বিষে যেন স্বৈরাচারী কুকুর সব—
কুকুর-কুকুর স্বপ্ন দেখে— লাল কুকুরের দরজায়!

রুবাই—৩

গুনাহ করলে দোষ কী তাতে গুনাহর বোঝা বেশি হোক,
তুমি আমায় মন্দ বলো— মন্দ বলে বলুক লোক,
হাজার গুনাহ পুণ্য হবে তওবা শেষে বেরসিক,
ফিরে আসার দরজা খোলা— খোলা যদ্দিন গুনাহর চোখ!

রুবাই– ৪

আমার সকল কাজের মাঝে বধির ব্যাটা রয় ঝুঁকি,
বেখবর এই খিড়কি ভুলে অন্য ঘরে দেই উঁকি ।
ভেতর থেকে কানাহরি দেখতে কিছুই পায় না হায়!
দেউড়ি খুলে মন-দুয়ারে ইচ্ছে হলেই যাই ঢুকি!

রুবাই— ৫

আমি নাকি পাগল হলাম, নজদ কিংবা হেজাজে—
মজনু যদি না হবো তোর, স্বাদ পাব কি এ-কাজে?
মধু-হাওয়া বয় যদি তোর লাইলি প্রেমে মজে দিল,
বৃথা শুধুই জীবন পাওয়া— বৃথা পাগল কে সাজে!

রুবাই— ৬

প্রেম-নদীটার দু-পাড়ে দেখ, ঘাস জমেছে বড়-বড়
জ্ঞানী বলে— শূন্যতাকে বুকের ভেতর জাপটে ধর ।
পাখি যদি যায় উড়ে তোর— তত্ত্বকথার বেশ ধরে—
কেন শুধুই তর্কবাজি, কিছু সাধন কর জড়ো!

রুবাই— ৭

ও বকুলের পাপড়ি-পাখা, বৃথা হলো জীবন তোর,
আমার প্রিয়া সাধু বটে, আমি যে তার বসন চোর ।
যদি আমি কারাগারে যাবজ্জীবন করি পার,
আমার চোখে আলো এলেও, কামের চোখে রবে ঘোর!

রুবাই— ৮

মধু কি আর মিষ্টিরে?
যেমন প্রিয়ার দৃষ্টিরে!
যার আছে এই প্রেমের জমিন—
কী হবে ফুল-বৃষ্টিরে!

রুবাই— ৯

আশেক যদি মাশুক চেনে, জগৎ চেনা দায় বা কী!
আত্মাকে ঠিক শূন্যে তুলে— বুকের ভেতর দে ঝাঁকি
স্বর্গ বলিস— নরক বলিস— সব জলসার শাহেনশাহ সে
তাঁর দরগায় শিরনি দে তুই— নইলে যে তোর সব ফাঁকি!

রুবাই— ১০

সোমে বলেন— রোমে বলেন— সব প্রেমেরই একই খেদ
প্রেমকে তখন বিরহ বলি— যখন প্রেমের বাড়ে মেদ
এমন করে বিষাদ এলো— প্রেম-নদীর ওই দোল-জোয়ারে
প্রেমে যখন তুফান আসে— তখন বলি— বিচ্ছেদ!

রুবাই– ১১

মনের মানুষ সব মরেছে, এখন শুধু ধু-ধু বিরান
রঙ্গশালার প্রিয়া আমার, খোলো তোমার সবুজ পিরান
ইশক্ নদীতে জোয়ার এলে তত্ত্বকথা চাই না আমি
চাই যে শুধু মখমলের ওই শরীর চিরান!

রুবাই– ১২

প্রেমিকা মনে রাখে কিছুদিন, যতদিন শরীর তার ভেতর থেকে কামড়ায়
যেমন একটি পোয়াতি গাভিকে তাড়াচ্ছে একটি সুঠাম দামড়ায়
অথচ, তুমি আজও ডাকো নীরবে-নিভৃতে
কারণ, আমি মিশে-ছিলাম তোমার জরায়ুর চামড়ায়

রুবাই— ১৩

পাঠশালাতে যাব না আর পণ্ডিত বড়ই তত্ত্ববাদী
আমার এমন হাতিটা চাই— কামে ভীষণ মত্ত-মাদি
রস ছাড়া কি বই-খাতাতে দারুণ নেশার ঘ্রাণ আসে
রসের জীবন পেতে হলে কে বলে নে— শর্ত শাদি

রুবাই— ১৪

অন্ধ লোকে বলে ভালো— ছাতিম ফুলের বুনো বাস
খরার সময় ধানের খেতে উন-কাজে দুনো চাষ
বধির যে জন, সে শোনে না— ডাকছে তারে উজান নদী
না দেখে তুই প্রেমের স্বরূপ— নিজেই ডাকিস সর্বনাশ